জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

খুচরা বিক্রেতার ‘লাভ’ বিএটির পকেটে

রহমত রহমান

খুচরা বিক্রেতা থেকে ‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে (এমআরপি)’ সিগারেট কিনবে ভোক্তা। তবে ভোক্তা নয়, এখন খুচরা বিক্রেতাকে এমআরপি মূল্যে কোম্পানির কাছ থেকে সিগারেট কিনতে হবে। যার ফলে বাধ্য হয়েই খুচরা বিক্রেতা লাভের আশায় ভোক্তার কাছে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করছেন। ভোক্তা থেকে বাড়তি নেয়া টাকার ওপর কোনো রাজস্ব পায় না সরকার। দেশের সিগারেট বাজারের ৭০ শতাংশ দখলে রয়েছে বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিমিটেডের (বিএটিবি)। এ কোম্পানির ৩৬টি ব্র্যান্ডের সব সিগারেটই খুচরা বাজারে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। খুচরা বিক্রেতাদের বাস্তবসম্মত ‘ট্রেড মার্জিন’ না দেয়ায় বাধ্য হয়েই তারা বেশি দামে বিএটিবির সব সিগারেট বিক্রি করছেন। অথচ চলতি অর্থবছর ‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে’ সিগারেট বিক্রি করতে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আর সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের মধ্যে খুচরা বিক্রেতার লাভ বা মুনাফা থাকার কথা, যা এনবিআর নির্ধারণ করে দিয়েছে। অথচ খুচরা বিক্রেতার সেই লাভের অংশ যাচ্ছে বিএটিবির পকেটে। ... বিস্তারিত

৯৬% সিগারেটের প্যাকেটে উৎপাদনের তারিখ দেওয়া হয় না

বিএনটিটিপি ডেস্ক

পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা ২০২১ এবং ভোক্তা অধিকার আইন অনুসারে কোন পণ্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও সিগারেট কোম্পানীগুলো এই আইন একেবারেই মানছে না। ৫৯% ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের (জর্দ্দা ও গুল) মোড়কে উৎপাদনের তারিখ পাওয়া গেলেও বিড়ি ও সিগারেটের প্যাকেটে সেই হার মাত্র ৩%। উৎপাদনের তারিখ না দেওয়ায় তামাক কোম্পানীগুলো কর ... বিস্তারিত

সিগারেট বিক্রিতে এমআরপি না মানায় তামাক কোম্পানির শাস্তি দাবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চলতি অর্থবছরের বাজেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিতের বিধান রাখলেও তামাক কোম্পানি সেটা অবজ্ঞা করে সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। গত জুন মাসে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হলেও এখনো সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামেই সিগারেট বিক্রি করা হচ্ছে। ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে মোড়কজাত সব পণ্য মোড়কে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে বিক্রি হয়। কিন্তু সিগারেটের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটছে বহু বছর ধরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো“ (বিইআর) এবং তামাক কর বিষয়ক নলেজ হাব “বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি“ (বিএনটিটিপি) ... বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- খুচরা বিক্রেতার ‘লাভ’ বিএটির পকেটে
- ৯৬% সিগারেটের প্যাকেটে উৎপাদনের তারিখ দেওয়া হয় না
- সিগারেট বিক্রিতে এমআরপি না মানায় তামাক কোম্পানির শাস্তি দাবি
- এমআরপি’তে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করা কেনো জরুরি?
- ই-সিগারেট নিয়ে মিথ্যাচার করছে সিগারেট কোম্পানিগুলো
- জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে তামাক কর নীতি প্রণয়নের দাবি
- জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এখনই ই-সিগারেটের লাগাম টানতে হবে, নিষিদ্ধ করা জরুরি
- স্বাস্থ্য কর নীতি চিকিৎসা ব্যয় কমাবে

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এজন্য ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কারণ তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন ‘তামাক কর নীতি’র কোনো কোনো বিকল্প নেই। ... বিস্তারিত

‘জনস্বাস্থ্য নীতিকথা’ নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +৮৮(০২) ৯৮৮০৩৬৩; E-mail: bnttpbd@gmail.com; website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
ফাতেমা কাশফি

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

এমআরপি'তে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করা কেনো জরুরি?

ইব্রাহীম খলিল

বাংলাদেশে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে (এমআরপি)' যেহেতু সব ধরনের পণ্য বিক্রি হয় সেহেতু সিগারেটও এমআরপিতে বিক্রি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি না করে মোড়কে উল্লিখিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হয়। পরিস্থিতি এমন, খুচরা বিক্রেতাকে এমআরপি মূল্যে কোম্পানির কাছ থেকেই সিগারেট কিনতে হয়। যার ফলে বাধ্য হয়েই খুচরা বিক্রেতা লাভের আশায় ভোক্তার কাছে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করছেন। ফলে ভোক্তা থেকে নেয়া বাড়তি এ টাকার কোনো রাজস্ব পায় না সরকার। এভাবে প্রতিবছর সরকারের প্রায় ৫০০০ কোটি ... বিস্তারিত

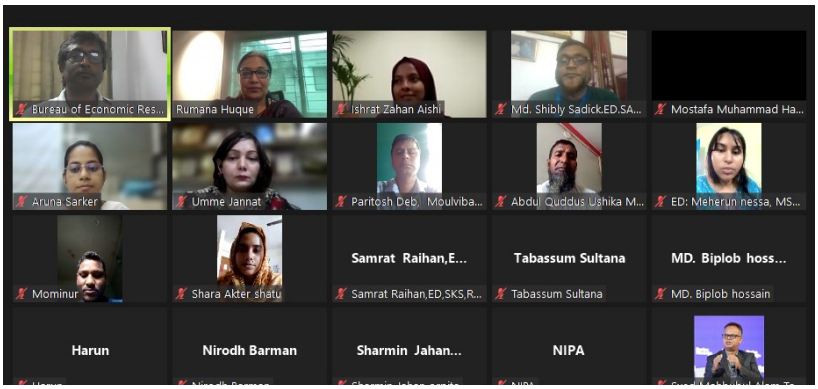

বিএনটিটিপি আয়োজিত ২৬ মে ২০২৪ "জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে তামাকজাত দ্রব্যের কর ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে তামাক কর বিশেষজ্ঞগণ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এখনই ই-সিগারেটের লাগাম টানতে হবে, নিষিদ্ধ করা জরুরি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন"-র সংশোধনী প্রস্তাবে ই-সিগারেটের প্রচার, প্রসার, আমদানি, রপ্তানি, পরিবেশন, বিপণন নিষিদ্ধের প্রস্তাব দেওয়ার পর কয়েকটি বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানি বিভিন্ন উপায়ে দেশে অত্যন্ত ক্ষতিকর এ পণ্যের প্রচারে নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ই-সিগারেট উৎপাদন ও প্রসারে সিগারেট কোম্পানির উদ্যোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম সংকটের কারণ হতে পারে। ২৫ নভেম্বর ২০২৩ বিকেল ৩ টায় ... বিস্তারিত

ই-সিগারেট নিয়ে মিথ্যাচার করছে সিগারেট কোম্পানিগুলো

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বিদেশি কয়েকটি কোম্পানি সুকৌশলে তরুণ সমাজকে আসক্ত করে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি ভোক্তা তৈরির লক্ষ্যেই ভেপিং/ই-সিগারেটকে প্রসারের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই পণ্যকে ক্ষতিকর ও আসক্তিকর পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করে মোড়কে সতর্কীকরণ ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে তামাক কর নীতি প্রণয়নের দাবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

উচ্চ মূল্য ও করারোপ বিশ্বব্যাপি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হলেও বাংলাদেশে ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার কারণে এর যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রুটিপূর্ণ তামাক কর ব্যবস্থাকে একটি গ্রহনযোগ্য নিয়মের মধ্যে আনতে একটি শক্তিশালি তামা কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে এটি হবে একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

১৫ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ১১ টায় অনলাইন মিটিং সফটওয়ার জুমে 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কর নীতির গুরুত্ব' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে বক্তারা এ দাবি করেন। বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এ ওয়েবিনারের আয়োজন করে। ওয়েবিনারে মূখ্য আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি ও বিএনটিটিপির সদস্য অধ্যাপক ডা. গোলাম ... বিস্তারিত

জাতীয় সেমিনারে বক্তারা

স্বাস্থ্য কর নীতি চিকিৎসা ব্যয় কমাবে

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ও চাপ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ দেশে রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে দেশে মোট মৃত্যুর ৭০ শতাংশ অসংক্রামক রোগের কারণে হয়। ফলে স্বাস্থ্য কর নীতি আরোপের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে চিনিযুক্ত খাবার, পানীয়, বেভারেজ ও তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে করারোপ করা জরুরি। একইসঙ্গে একটি স্বাস্থ্য কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে বলে মনে করে জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষকরা। ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

খুচরা বিক্রেতার 'লাভ' বিএটির পকেটে

প্রথম পাতার পর

এনবিআরের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) সম্প্রতি বিএটিবির সিগারেটের খুচরা বাজার যাচাই করে এর সত্যতা পেয়েছে। ফলে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করতে বাস্তবসম্মত ট্রেড মার্জিন দেয়া ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিতে বিএটিবিকে চিঠি দিয়েছে এলটিইউ। সম্প্রতি এই চিঠি দেয়া হয়েছে। সূত্রমতে, চলতি অর্থবছর বাজেটে সরকার প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য মুদ্রণ ও তা বাস্তবায়নে সিগারেট কোম্পানিগুলোকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু জুন থেকে নির্দেশনা দেয়া হলেও, কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কোম্পানিগুলো প্যাকেটের গায়ে খুচরা মূল্য লিখে সিগারেট বাজারজাত করেছে। সেপ্টেম্বর থেকে অর্থাৎ চার মাস পর 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' লেখা প্যাকেটে সিগারেট বাজারজাত শুরু করা হয়।

এনবিআর সূত্রমতে, প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে' বিএটিবির কোনো ব্র্যান্ডের সিগারেট বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। বেশি দামে বিক্রি করা টাকার ওপর সরকার কোনো রাজস্ব পাচ্ছে না। খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ, বিএটি খুচরা বিক্রেতাদের বাস্তবসম্মত 'ট্রেড মার্জিন' বা লাভ দেয় না। যার ফলে তাদের প্যাকেটের গায়ের দামের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করতে হচ্ছে। বাস্তবসম্মত ট্রেড মার্জিন ঘোষণা ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিএটিবিকে চিঠি দিয়েছে এনবিআরের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ), মূল্য সংযোজন কর। সম্প্রতি এই চিঠি দেয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, এনবিআরের ২০১৯ সালের আদেশ অনুযায়ী, সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদনস্থল হতে সরবরাহভিত্তিক 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের (প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত)' ওপর মূসক, সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জ পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করায় সে হিসেবে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যভিত্তিক অন্যান্য পণ্যের মতো সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু এলটিইউ বাজার যাচাই করেছে, তাতে দেখা গেছে, প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে খুচরা বিক্রেতারা সিগারেট বিক্রি করছেন। খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা সিগারেট কোম্পানি কর্তৃক বাস্তবসম্মত 'ট্রেড মার্জিন' না দেয়ার কারণে তারা প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

আরও বলা হয়, খুচরা বিক্রেতাদের বক্তব্য যাচাই করার জন্য বিএটিবির চলতি অর্থবছর দাখিল করা ৩৬টি ব্র্যান্ডের সিগারেটের 'ট্রেড মার্জিন' পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, বিএটিবি ঘোষিত ট্রেড মার্জিনে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের যে ট্রেড মার্জিন প্রদর্শন করা হয়েছে, তা খুবই কম এবং বাস্তবসম্মত নয়। এছাড়া ব্র্যান্ডভেদে ট্রেড মার্জিনের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন প্রিমিয়াম স্তরের বেনসন অ্যান্ড হেজেজ ব্ল— গোল্ড (২০এইচএল) এক হাজার শলাকার ট্রেড মার্জিন ২০১ টাকা, বেনসন অ্যান্ড হেজেজ অ্যালকেমি (৭এমজি) ১৮৮ টাকা। উচ্চস্তরের জন প্লেয়ার স্পেশাল এক হাজার শলাকা ১৪১ টাকা ও জন প্লেয়ার গোল্ডলিফ (১২এইচএল) ১৪১ টাকা।

মিডিয়াম স্তরের স্টার ফিল্ডার কিং (২০এইচএল) এক হাজার শলাকা ৪৮৫ টাকা ও স্টার সুইস (২০এইচএল) ৮৬ টাকা। নিম্ন স্তরের ডারবি স্টাইল (২০এইচএল) এক হাজার শলাকা ২৪৩ টাকা ও রয়েল সিলভার (২০এইচএল) ৬৯ টাকা। পর্যালোচনায় আরও দেখা গেছে, ২০ শলাকার এক প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেজেজের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩১০ টাকা; যার মধ্যে ট্রেড মার্জিন রয়েছে মাত্র চার টাকা। অর্থাৎ ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করে ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটর, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের ট্রেড মার্জিন থাকে মাত্র চার টাকা, যা প্রতি শলাকায় হয় ২০ পয়সা। যদি ট্রেড মার্জিন ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সমানভাগে ভাগ করে দেয়া হয়, তবে তারা প্রতি শলাকা বেনসন অ্যান্ড হেজেজ সিগারেটের জন্য ট্রেড মার্জিন পাবেন মাত্র ৭ পয়সা। অর্থাৎ ৩১০ টাকায় বেনসন অ্যান্ড হেজেজ সিগারেট বিক্রি করে খুচরা বিক্রেতা পাবেন ১ টাকা ৪০ পয়সা। একইভাবে নি□œস্তরের সিগারেট ডারবি ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করলে খুচরা বিক্রেতা পাবে মাত্র ৯৫ পয়সা, যা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। একজন খুচরা বিক্রেতা সিগারেট ক্রয়ে যে অর্থ বিনিয়োগ করেন, তার বিপরীতে প্রাপ্ত ট্রেড মার্জিন মাত্র ৫০ পয়সারও কম। এত স্বল্প ট্রেড মার্জিনের সিগারেট বিক্রি করে একজন খুচরা বিক্রেতার জীবিকা নির্বাহ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ফলে সে বাধ্য হয়েই এমআরপির অধিক মূল্যে সিগারেট বিক্রয় করছেন।

চিঠিতে বলা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটর বা পাইকারি বা খুচরা বিক্রেতার জন্য কোনো রকম ট্রেড মার্জিন না রেখে খুচরা বিক্রেতার নিকট এমআরপিতে সিগারেট বিক্রয় করছে বিএটি। ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটররা যাতে খুচরা বিক্রেতার জন্য বাস্তবসম্মত ট্রেড মার্জিন রেখে সিগারেট বিক্রি করেন, সে বিষয়টি বিএটিবির পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চিঠিতে বিএটিবিকে তিনটি বিষয় নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা হয়। তাহলো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের ট্রেড মার্জিন বাস্তবসম্মত করে সংশোধিত ঘোষণা দাখিল করা। মূল্য ঘোষণাতে খুচরা বিক্রেতার ট্রেড মার্জিন পৃথকভাবে দেখানো। ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটর বা পাইকার যাতে ঘোষণার অনুযায়ী খুচরা বিক্রেতার ট্রেড মার্জিন রেখে খুচরা বিক্রেতার নিকট সিগারেট বিক্রি করেন, তা বিএটিবিকে নিশ্চিত করা। এছাড়া খুচরা পর্যায়ে প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে (এমআরপি)' সিগারেট বিক্রয় নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএটিবির প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

অন্যদিকে, রাজধানীর কয়েকটি জায়গায় সিগারেটের খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে শেয়ার বিজের পক্ষ থেকে কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া বাজার যাচাই করা হয়েছে। এতে এলটিইউয়ের বাজার যাচাই করে বেশি দামে সিগারেট বিক্রির যে তথ্য পেয়েছে, তার সত্যতা পাওয়া গেছে। একাধিক খুচরা বিক্রেতা জানিয়েছেন, ৩১০ টাকার এক প্যাকেট বেনসন সিগারেটে খুচরা বিক্রেতারা কমিশন পায় মাত্র দুই পয়সা। প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লেখা ৩১০ টাকা। কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে তাদের কিনতে হচ্ছে ৩০৯ টাকা ৯৮ পয়সায়। এই দুই পয়সা লাভে তাদের কিছুই হয় না। কোম্পানি আমাদের বলছে, তাদের কাছ থেকে যে দামে কেনা হচ্ছে সে দামে বাজারে বিক্রি করতে। কোম্পানি যদি আমাদের ২৮০ টাকায় বিক্রি করত। তাহলে তারা ৩১০ টাকায় বেনসন বিক্রি করতে পারতো। কিন্তু তারা নামমাত্র কমিশন পাওয়ায় বাধ্য হয়েই বেশি দামে তাদের সিগারেট বিক্রি করতে হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

খুচরা বিক্রেতার 'লাভ' বিএটির পকেটে

তৃতীয় পাতার পর

হলিউড, ডারবি সিগারেট প্যাকেটের গায়ে মূল্য ৯০ টাকা, কোম্পানি তাদের কাছ থেকে ৯০ টাকা নেয়। সম্প্রতি এনবিআরের সঙ্গে দেশীয় ও বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানিগুলোর প্রাক-বাজেট আলোচনায় এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেছেন, 'আপনি যদি খুচরা বিক্রেতাকে ভালো মার্জিন না দেন, তাহলে সে সারভাইভ করতে পারবেন না। বিষয়টি কোম্পানিকে নিশ্চিত করতে হবে যে খুচরা বিক্রেতা যেন ভালো মার্জিন পায়। যাতে খুচরা বিক্রেতা ওই কোম্পানির সিগারেট বিক্রি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ভোক্তার ওপরে বাড়তি টাকা নিয়ে যাতে খুচরা বিক্রেতা বাড়তি বোঝা ছাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা যেন না করেন। এনবিআরও সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় যাবে বলে কোম্পানিগুলোকে জানান চেয়ারম্যান।'

এনবিআর সূত্রমতে, সিগারেটের প্যাকেটে খুচরা মূল্যের আগে 'সর্বোচ্চ' শব্দ লেখা নেই। আর তাতেই প্রতিদিন সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে প্রায় ২০ কোটি ভোক্তার পকেট থেকে অতিরিক্ত চলে যাচ্ছে, যা মাসে প্রায় ৬০০ কোটি আর বছরে দাঁড়ায় প্রায় ৭৩০০ কোটি টাকা। সিগারেট কিনতে ভোক্তার পকেট থেকে যাওয়া এ টাকার ওপর প্রতিদিন সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে প্রায় ১৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকা, মাসে প্রায় ৪১০ কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং বছরে প্রায় ৪ হাজার ৯৯৩ হাজার ২০ কোটি টাকা। সরকার নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে খোলাবাজারে অধিক মূল্যে সিগারেট বিক্রি হওয়ায় সরকার এ রাজস্ব হারাচ্ছে। মূলত প্যাকেটের গায়ে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' না লেখা থাকায় সিগারেটের বাজারে গত কয়েক বছর ধরে এ অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে আসছে। এনবিআরের এলটিইউর নজরে আসার পর তারা গত তিন বছর আগে বাজার পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করে এর সত্যতা পায়। পরে বিষয়টি এনবিআরের নজরে আনা হলে চলতি অর্থবছর সিগারেটের গায়ে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। একইসঙ্গে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করতে কোম্পানিগুলো নির্দেশ দেয় এনবিআর। কিন্তু নির্দেশনার পরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং কোম্পানিগুলো বিশেষ করে বিএটি কৌশলে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সিগারেট বিক্রির ক্ষেত্রে 'ট্রেড মার্জিন' কমিয়ে দেয়। যার ফলে প্যাকেটের গায়ের দামের চেয়ে বেশি দামে খুচরা বিক্রেতারা সিগারেট বিক্রি করছে।

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বিষয়ে এনবিআরের একজন সদস্য বলেন, খুচরা বিক্রেতার কমিশন, কোম্পানির উৎপাদন খরচ ও কোম্পানির মুনাফা বা লাভ হিসেব করেই সিগারেটের খুচরা মূল্য বেঁধে দিয়েছে এনবিআর। অর্থাৎ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে (এমআরপি) ভোক্তাকে সিগারেট কিনতে হবে। অথচ সরকারের বেঁধে দেয়া সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বা এমআরপিতে যেখানে ভোক্তাদের সিগারেট কেনার কথা, সেটা কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছে খুচরা বিক্রেতাদের। বাধ্য হয়ে খুচরা বিক্রেতা সিগারেটের শলাকা প্রতি এক থেকে দেড় টাকা বেশি নিতে হচ্ছে; যার ওপর সরকার কোনো রাজস্ব পায় না। আইন অনুযায়ী এনবিআর খুচরা বিক্রেতাকে এমআরপিতে সিগারেট বিক্রিতে বাধ্য করতে পারে না। তবে আইন অনুসারে কোম্পানিকে বাধ্য করা যায়, যাতে খুচরা বিক্রেতাকে ভালো মার্জিন দেয়। সে জন্য এলটিইউ দেশের সিগারেট খাতের সবচেয়ে বড় কোম্পানি বিএটিবিকে চিঠি দিয়েছে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বিএটিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেহজাদ মুনিমের ব্যক্তিগত নাম্বারে ফোন দেয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। বক্তব্যের বিষয়ে লিখে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে দেয়া হলে তিনি সিন করেন। তবে কোনো জবাব দেননি।

সূত্র : শেয়ার বিজ, ১৫ মার্চ ২০২৪

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে

প্রথম পাতার পর

মহিউদ্দিন ফারুক এবং প্যানেল আলোচক ছিলেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের কারিগরি পরামর্শক আমিনুল ইসলাম সুজন, একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও বিএনটিটিপির সদস্য সুশান্ত সিনহা এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি হেলথ সায়েন্সেসের অসংক্রামক রোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পলাশ চন্দ্র বনিক।

ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিএনটিটিপি'র প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহীম খলিল এবং ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন বিএনটিটিপি'র গবেষণা সহযোগী ইশরাত জাহান ঐশী।

ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন, তারা আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে একটি শক্তিশালী তামাক-শুল্ক নীতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্ত ৭ বছর পেরিয়ে গেলেও এই ঘোষণা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে বর্তমানে প্রচলিত অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ এ করারোপ পদ্ধতির কারণে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত হারে কমছে না। ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে অতিদ্রুত তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, দেশে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারজনিত রোগের কারণে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। ফলে তামাকজনিত মৃত্যু কমিয়ে নিয়ে আসতে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট হারে করারোপ না করার কোনো সুযোগ নেই।

ওয়েবিনারে তারা আরও বলেন, তামাক কোম্পানি নানাভাবে সরকারকে রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে। সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা রাজস্বা ফাঁকি দিয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রতিবছর যেভাবে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় সেটা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে তামাকজনিত রোগে মৃত্যুর হার কমিয়ে নিয়ে আসতে এবং সরকারের রাজস্ব বাড়াতে তামাক কর নীতি প্রণয়নের কোনো বিকল্প নেই।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

৯৬% সিগারেটের প্যাকেটে

প্রথম পাতার পর

ফাঁকির সুযোগ নিচ্ছে। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান না করার সুযোগও নিচ্ছে তারা। গুলশানের হোটেল অ্যারিস্টোক্র্যাট ইন-এ টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভিসিটি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)-এর আয়োজনে 'তামাকজাত দ্রব্যের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক এক গবেষণার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. গনেশ চন্দ্র সাহা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, সিটিএফকের গ্রান্ট ম্যানেজার মোঃ আব্দুস সালাম মিয়া, ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস্)-এর টিম লিড আমিনুল ইসলাম বকুল, এইড ফাইন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ এর প্রকল্প ব্যাবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রিসার্চ এবং পাবলিকেশন সেলের অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাসেদ। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারন সম্পাদক জনাব হেলাল আহমেদ।

টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে গবেষণার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর সদস্য সচিব ও প্রকল্প পরিচালক এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মোঃ বজলুর রহমান। অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধে মোঃ বজলুর রহমান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতির মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান অন্যতম। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) এর ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উভয়পাশের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবার্তা প্রদান করতে হবে। টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে গত ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দেশের ৮টি বিভাগের বিভাগীয় শহর হতে ২৭২টি তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল এর মধ্যে ৮৫% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে; ৭৬% মোড়কের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি; ২৬% মোড়কে পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়েছে; ৭% মোড়কে ছবির সাথে লিখিত বার্তা প্রদান করেনি; ৭২% মোড়কের লিখিত সতর্কবাণী কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। বিড়ির ৮০% মোড়কেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে; এবং ২৫% মোড়কে "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়েছে; কোনো সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি। এছাড়া ৩৩% তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ভ্যাট রেজিস্টেশন নাম্বার পাওয়া গেছে; ৯% মোড়কে ট্রেড লাইসেন্স নাম্বার ছিল; ৫১% মোড়কে উৎপাদনের তারিখ ছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. গনেশ চন্দ্র সাহা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ এবং উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম ঠিকানা প্রদান বাধ্যতামূলক করা উচিত। বিদেশী ব্র্যান্ডগুলো তামাকপণ্য আমদানি করে বাংলাদেশে বিক্রি করতে হলে তাদেরকেও আমাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে প্যাকেজিং করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। কিন্তু তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ভিন্নতা, মানহীন মোড়ক, সাইজের ভিন্নতা, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না থাকা, এসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং। সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়নে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব হেলাল আহমেদ বলেন, তামাক কোম্পানীগুলো প্রতিনিয়ত আইন লঙ্ঘন করছে। তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করছে। প্যাকেজিং আইন লঙ্ঘন করছে। ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার বাংলাদেশের কালচারের সাথে মিশে আছে। এর ব্যবহার কমাতে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

এক্ষেত্রে মোড়কে এই সতর্কবাণীর পরিমাণ ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা অত্যন্ত জরুরি। আব্দুস সালাম মিয়া বলেন, সমস্যা উদ্ঘাটন ও সমাধানের জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত নিতে হলে গবেষণা করতে হবে। আজকের এ গবেষণার ফল সরকারকে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের গবেষণা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করা সম্ভব বলে আশা করছি।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

তামাক কোম্পানির শাস্তি দাবি

দ্বিতীয় পাতার পর

সরকারের নীতি অমান্য করে এমআরপির চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করে রাজস্ব ফাঁকি অব্যাহত রাখায় তামাক কোম্পানিকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। একইসঙ্গে আইন অমান্য করে যতদিন রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এসেছে সেই টাকাও আদায় করতে হবে। ২ এপ্রিল ২০২৪ সকাল ১১ টায় অনলাইন মিটিং সফটওয়ার জুমে 'তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে বক্তারা এ দাবি করেন। বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এ ওয়েবিনারের আয়োজন করে।

ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং বিএনটিটিপির টেকনিকাল কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী। এছাড়া ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি ও বিএনটিটিপির টেকনিকাল কমিটির সদস্য বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, জনস্বাস্থ্য আইন বিশেষজ্ঞ ও নীতি বিশ্লেষক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন এবং একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক সুশান্ত সিনহা।

ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিএনটিটিপি'র সচিবালয় ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল এবং সঞ্চালনা করেন বিএনটিটিপি'র প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহীম খলিল।

বক্তারা বলেন, এমআরপির চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে তামাক কোম্পানি যেভাবে আয় করছে সেটা অপ্রদর্শিত থাকছে। তাদের এ অপ্রদর্শিত আয় অর্থনীতিতে কালো টাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। এমআরপিতে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করা না গেলে তাদের তাদের কালো টাকা আরও বেড়ে যাবে। ফলে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি এমআরপি নিশ্চিতে এনবিআর ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

তারা বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে বর্তমানে প্রচলিত অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। বাজেট প্রস্তাবে তদুর্ধ্ব' শব্দের ব্যবহার করে বহুস্তরভিত্তিক কর কাঠামোকে আরও বহুস্তরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে তদুর্ধ্ব শব্দের কারণে খুচরা শলাকায় সিগারেট বিক্রিতে আরও বেশি দাম নেয়া হচ্ছে। যার ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত হারে কমছে না বিপরীতে ঠিকই কোম্পানি লাভবান হচ্ছে। ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে আসন্ন অর্থবছরে বাজেট প্রস্তাব থেকে তদুর্ধ্ব শব্দটি বাতিল করতে হবে। তামাক রপ্তানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক পুনর্বহাল প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, সিগারেট ও তামাক রপ্তানিতে একসময় ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর ছিলো। কিন্তু সেটা ২৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ এবং পরে শূন্য শতাংশ করা হয়। এ থেকে গত অর্থবছরে সরকার প্রায় ৪০০ কোটি টাকা রাজস্ব পেতে পারতো। যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একবছরের বাজেটের সমান। ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক রপ্তানির শুল্ক ২৫ শতাংশে পুনর্বহাল করা জরুরি।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

স্বাস্থ্য কর নীতি চিকিৎসা ব্যয় কমাবে

দ্বিতীয় পাতার পর

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩, মঙ্গলবার, সকাল ১০ টায় রাজধানীর ফার্স হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের ব্রিস্টো সম্মেলন কক্ষে 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কর নীতি'শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন। অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইদুর রহমান। এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. এনামুল হক, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বকারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার, ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের হেড অব প্রোগ্রামস শফিকুল ইসলাম ও পরামর্শক ফাহিমুল ইসলাম। এছাড়া সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, দেশে চিনি জাতীয় খাবার ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের কারণে অসংক্রামক রোগের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে ৪৮ শতাংশ স্কুল শিক্ষার্থী ও ৯৫.৪ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী চিনিযুক্ত সফট ড্রিংকস গ্রহণ করে। প্রতিদিন কেউ এসব পানীয় বা চিনিযুক্ত খাবার গ্রহণ করলে বছরে তার ওজন ৫ পাউন্ড বেড়ে যায়। পাশাপাশি তাদের টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ২৬ শতাংশ বেড়ে যায়। ফলে চিনিযুক্ত খাবার মানব স্বাস্থ্যের মারাত্মক ঝুঁকি করছে।

তারা আরও বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশে তামাকজনিত রোগে প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করছে। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী তামাকজনিত রোগে চিকিৎসা ব্যয় ছিলো প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। যা বর্তমানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাক মুক্ত করতে হলে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে। একইসঙ্গে সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করতে হবে। এতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাকজনিত ব্যয়ও কমে আসবে।

তারা আরও বলেন, চিনিযুক্ত খাবার, পানীয় ও জামাকজাত দ্রব্য ছাড়াও পরিবেশের ওপর ক্ষতি করে এমন যেকোনো কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিবেশ কর আরোপ করতে হবে। একইসঙ্গে সেই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ব্যয় করতে হবে। এতে পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমে আসবে। এসময় তারা তামাকের সহজলভ্যতা কমিয়ে আনতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য অধিক পরিমানে বৃদ্ধি; তামাকে কর ফাঁকির জায়গাগুলো চিহ্নিত করে তা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; রাজস্ব আদায়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে নিয়মের মধ্যে আনতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে জরুরিভিত্তিতে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের তাগিদ দেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

নিষিদ্ধ করা জরুরি

প্রথম পাতার পর

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত ২২টি সংগঠন যৌথভাবে 'ই-সিগারেট/ভেপিং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি : নিষিদ্ধ জরুরি' শীর্ষক এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বিদেশী সিগারেট কোম্পানি বিএটি সম্প্রতি বাংলাদেশে ভোক্তাদের আধুনিক জীবনধারার কথা উল্লেখ করে নতুন কিছু আর্ন্তজাতিক মানের পণ্যের আমদানি করার অনুমতি চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে তারা এধরণের পণ্যের চাহিদা নিরুপণে দেশের বাজারে এসকল পণ্য বিক্রয় করবে এবং পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে এ পণ্যের উৎপাদন, পরিবেশন, বিপণন ও রপ্তানি করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। তাদের এ ধরনের প্রচেষ্টা দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। গণমানুষের কথা চিন্তা করে অতিদ্রুত ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি বিশিষ্ট ক্যান্সার বিষেশজ্ঞ ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক সিগারেট কোম্পানির মিথ্যাচার নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, কম ক্ষতিকর টার্ম ব্যবহার করে তামাক কোম্পানিগুলো তরুণ-যুবক এবং ধূমপায়ীদের ই-সিগারেটে আকৃষ্ট করছে। ই-সিগারেট কম ক্ষতিকর নয়, বরং খুবই ক্ষতিকর একটি পণ্য। ই-সিগারেটের ব্যবহার ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য কোম্পানিগুলো ভ্যাপিং উৎসবের আয়োজন করছে, যা যুব সমাজ নতুন ভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী এর স্বপক্ষে বিভিন্ন মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের এপিডেমোলজি বিভাগের প্রধান ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী বলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়ায় ই-সিগারেট বন্ধের সুপারিশ করেছে। দেশের প্রায় ১৫০ জনের বেশি সংসদ সদস্য ই-সিগারেট বন্ধের সুপারিশ করেছে এবং সরকার তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত ই-সিগারেটের প্রচার ও প্রসার খুব বেশি বৃদ্ধি পায়নি। এমতাবস্থায় এখনই ই-সিগারেটের লাগাম টেনে না ধরলে পরবর্তীতে আইন করেও একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। তামাক কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই ই-সিগারেট কম ক্ষতিকর এবং এটি ধূমপান ছাড়তে সহায়ক হিসেবে তাদের মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহসানিয়া মিশনের পরিচালক (হেলথ এন্ড ওয়াস) ইকবাল মাসুদ বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০০৫ অনুসারে তামাক কোম্পানির সিএসআর এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার নিষিদ্ধ। কিন্তু সিগারেট কোম্পানি গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যবহার করে শুধু আইনভঙ্গই করছে না, ই-সিগারেট প্রমোশনের চেষ্টা করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি বিদেশী সিগারেট কোম্পানি বিএটি ই-সিগারেট প্রসারের লক্ষ্যে গোপনে কাজ করছে এবং ঢাকায় তাদের সহযোগীতায় পরিচালিত প্রায় ৩০ টিরও বেশি ই-সিগারেট দোকান পাওয়া গিয়েছে।

প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, দেশের মানুষকে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত করে সরকারের উপর চিকিৎসার দায় বাড়িয়ে সিগারেট কোম্পানিগুলো মুনাফার পাহাড় গড়ছে। প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার দেশের বাইরে নানাভাবে পাচার করছে এ সিগারেট কোম্পানি। এ লাভে তারা তুষ্ট নয়, এদেশের মানুষকে আরো বেশি সিগারেটে আক্রান্ত করে, আরো মুনাফার পাহাড় গড়তে ই-সিগারেট/ভেপিং বাজার সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে।

সভাপতিত্ব করেন মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. অরুপ রতন চৌধুরী বলেন, সরকারের তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এসডিজি অর্জনের অঙ্গীকার, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সংবিধানিক দায়বদ্ধতা, আদালতের নির্দেশনার পরও সিগারেট কোম্পানিগুলো এ দেশে আইন লঙ্ঘন করে ব্যবস্থা করছে।

সংবাদ সম্মেলনে ই-সিগারেট বন্ধে ৯টি সুপারিশ করা হয় ১.বাংলাদেশে ই-সিগারেটের আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, বিক্রয়, বিপণন, পরিবেশন, বিজ্ঞাপন বা প্রচার-প্রচারণা বন্ধে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২. নাটক, সিনেমা, ওয়েব সিরিজে ই-সিগারেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; ৩. অনলাইন বিজনেস সাইটসহ ই-সিগারেটের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা; ৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানি নীতিতে ই-সিগারেট জাতীয় পণ্য আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ করা; ৫. অর্থ বিভাগ ও রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ই-সিগারেট, এর ডিভাইস, ই-লিকুইড, রিফিলসহ এ জাতীয় সকল পণ্যের এইচআর কোড পণ্যের তালিকা প্রত্যাহার করা;

৬. সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ই-সিগারেট, ভ্যাপ বা অন্য কোন নতুন নেশা জাতীয় বা তামাক জাতীয় অথবা নিকোটিন আছে এমন কোন পণ্যের অনুমোদন না দেয়া; ৭. ই-সিগারেট প্রসারে কার্যরত সিগারেট কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের গোপন তৎপরতা অনুসন্ধান করে কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া; ৮. ই-সিগারেট বা ভেপিং জাতীয় পণ্যের ট্রেডমার্ক বা যে কোন ধরনের নিবন্ধন বাতিল করা; ৯. অতিদ্রুত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রস্তাবিত খসড়া পাশ করে বাংলাদেশকে ই-সিগারেট মুক্ত করা।

টিসিআরসির প্রোগ্রাম অফিসার ফারহানা জামান লিজার উপস্থাপনায় সাংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী, ডাসের উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল প্রমুখ। আজকের সংবাদ সম্মেলনটি ২২টি সংগঠন আয়োজন করে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

এমআরপি'তে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত

প্রথম পাতার পর

টাকার বেশি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে সিগারেট কোম্পানিগুলো। ২০২১-২২ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এর গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি প্যাকেট সিগারেটে ১৫ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। বিইআরের গবেষণা এবং গবেষণাটি নিয়ে একাত্তর টেলিভিশনে প্রচারিত বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহার একটি প্রতিবেদন আমলে নেয় এনবিআরের বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ)। এ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করে ঘটনার সত্যতা পায় তারা।

তামাক কোম্পানির কারসাজি বন্ধ করতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধান/প্রজ্ঞাপনসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব'করা হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারি করা এসআরও তে (এসআরও নং-১৪০ ও ১৪১) 'প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য সুস্পষ্ট লক্ষণীয় ও অনপনীয়ভাবে মুদ্রিত' থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেখানে (এসআরও নং-১৪০) বলা হয়েছে, "সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের অধিক মূল্যে কোন পর্যায়েই সিগারেট বিক্রয় করা যাইবে না"।

কিন্তু এনবিআর গত জুন মাসে নির্দেশনা দিলেও কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পুরনো দামে সিগারেট বিক্রি করেছে পাশাপাশি কোম্পানিগুলো প্যাকেটের গায়ে খুচরা মূল্য লিখে সিগারেট বাজারজাত করেছে। যা আইন বহির্ভূত। কিন্তু তারপরও তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

এমআরপিতে সিগারেট বিক্রি না হওয়ার অন্যতম কারণ তামাক কোম্পানির খুচরা বিক্রেতাদের বাস্তবসম্মত 'ট্রেড মার্জিন' বা লাভ না দেয়া। আসলে ট্রেড মার্জিনের পুরো টাকাটা কোম্পানি রেখে দেয়া। ফলে খুচরা বিক্রেতাদের প্যাকেটের গায়ের দামের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করতে হয়। আর নিকোটিন যেহেতু মানুষকে আসক্তি করে রাখে, তাই বাদ্ধ হয়ে ভোক্তাদের বেশি দামে কিনতে হয়। ইতোমধ্যে বাস্তবসম্মত ট্রেড মার্জিন ঘোষণা ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিএটিবিসহ অন্যান্য তামাক কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছে এলটিইউ। ফলে বিষয়টি এনবিআরের নজরে আসায় দ্রুতই এ বিষয়ে ফলাফল দেখা যাবে বলে প্রত্যাশা করতে পারি।

যদি তামাক কোম্পানির হাত অত্যন্ত শক্তিশালী, তারপরও আমরা এ বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করছি। কারণ বর্তমানে দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট রয়েছে তাতে বিশাল এ অর্থ সরকারের ভীষণ জরুরি। সম্প্রতি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে সরকার বড় অংকের রাজস্ব ঘাটতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। বিগত ছয় মাসের রাজস্ব আদায়ের চলমান ধারা পর্যবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে এ অর্থবছর শেষে ৮২ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হতে পারে। কারণ দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকের তারল্য সংকট, বাজেট বাস্তবায়নে নিম্ন ও শ্লথ গতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিম্নগামী এবং রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স নিচের দিকে রয়েছে।

এমতাবস্থায় সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট নিশ্চিত করা জরুরি। এতে সরকার কিছুটা হলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।

এছাড়া তামাক সেবনের হার হ্রাস ও সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধিসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। যথা :

১. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২, এর ধারা ১৫ ও ধারা ৫৮ এর বিধান অনুযায়ী তামাকজাত পণ্যের উপর সুনির্দিষ্টকর আরোপ করা; ২. বিড়ি'র সঙ্গে নিম্নস্তরের সিগারেটের দামের পার্থক্য কমাতে বিড়ির দাম বৃদ্ধিসহ বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে (জর্দা ও গুল) সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে দাম বৃদ্ধি করা; ৩. সিগারেটের ব্র্যান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মধ্যে ২টিতে এবং ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের মধ্যে ১টিতে নামিয়ে আনা; ৪. কার্যকর ও সহজ তামাক কর নীতি প্রণয়নের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি করা;

৫. তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা; ৬. তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান বন্ধ করা। উল্লেখ্য, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২-এর ৪৬ ধারার বিধান অনুযায়ী তামাক কোম্পানিসমূহকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিধান ২০১৯ সালের সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়। ২০১২ সালের আইনের বিধানটি পুণঃস্থাপন করার মাধ্যমে তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান বন্ধ করা প্রয়োজন; ৭. পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে তামাকপাতা রপ্তানিতে ২৫% শুল্ক পূণঃবহাল করা;

৮. সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তামাক পণ্য ও তামাকসংশ্লিষ্ট কাঁচামাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ; ৯. জর্দা-গুলসহ তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী সকল কোম্পানিকে নিবন্ধন ও করজালের আওতায় আনাসহ খোলা তামাক পাতা (সাদাপাতা) মোড়কের আওতায় এনে কর আরোপ ও আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ; ১০. করারোপ প্রক্রিয়া সহজ করতে তামাকজাত পণ্যের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন (ফিল্টার/নন ফিল্টার বিড়ি, সিগারেটের মূল্যস্তর, জর্দা ও গুলের আলাদা খুচরা মূল্য প্রভৃতি) তুলে দেয়া; উপরোল্লিখিত প্রস্তাবনার আলোকে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে তামাকজাত দ্রব্যে কর বাড়ানো হলে দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে তামাক ব্যবহারজনিত রোগ-ব্যধি ও মৃত্যু কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এসডিজি'র স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য-৩ অর্জনে অগ্রগতি সাধিত হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

লেখক : প্রজেক্ট অফিসার, টোব্যাকো ট্যাক্স প্রজেক্ট, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

ই-সিগারেট নিয়ে মিথ্যাচার করছে

দ্বিতীয় পাতার পর

বার্তা যুক্ত করলেও বাংলাদেশে এই পণ্যকে কম ক্ষতিকর এবং ধূমপান ত্যাগে সহায়ক হিসেবে মিথ্যাচার ও চটকদার প্রচারণা চালাচ্ছে সিগারেট কোম্পানিগুলো। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মাধ্যমেও ভেপিং/ই-সিগারেটের পক্ষে কথা বলাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ই-সিগারেট/ভেপিং ধূমপান ত্যাগে সহায়ক নয়, বরং অধিক ক্ষতিকর পণ্য হিসেবে উল্লেখ করেছে।

বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোটভুক্ত সদস্য সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে মহামারি আকার ধারণ করার আগেই বাংলাদেশে ই-সিগারেট উৎপাদন, বিপণন, আমদানি ও প্রচার নিষিদ্ধের দাবি জানানো হয়। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভেপিং/ই-সিগারেটকে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছে। অথচ কিছু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় কোম্পানিগুলো গোপনভাবে তরুণদের নিয়ে ভেপিং মেলা আয়োজন করছে। সিগারেট কোম্পানিগুলো নাটক-সিনেমার বিভিন্ন জনপ্রিয় অভিনেতা/অভিনেত্রীদের দিয়ে ভেপিং/ই-সিগারেট সেবন দেখাচ্ছে। এছাড়া গবেষণায় দেখা যায়, দেশের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকটি কোম্পানি একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা নিউমার্কেট, গুলশানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ভেপিং ও ই-সিগারেট সেবনে তরুণদের উৎসাহী করতে ৩০টিরও বেশি চেইন শপ চালু করেছে। এছাড়া কোম্পানিগুলো রাজধানী ছাড়িয়ে এখন মফস্বল এলাকার তরুণদের হাতেও পৌঁছে দিচ্ছে এই মারণ নেশা।

বিবৃত্তিতে বলা হয়, সাধারণ সিগারেটের বিকল্প হিসেবে ই-সিগারেট বাজারজাত করা হলেও এটি আসলে একটি নেশা সৃষ্টিকারী পণ্য। বিভিন্ন গবেষণা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ই-সিগারেট বা ভেপিংয়ে নিকোটিনের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এই পণ্য ট্রেডিশনাল সিগারেটের থেকেও বেশি ভয়ংকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এরই মধ্যে এ দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বের ১০৯টি দেশ ই-সিগারেট নিষিদ্ধ একং নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও নেপাল অন্যতম। সম্প্রতি ই-সিগারেটের ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সরকার ভেপিং/সিগারেট আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।

বিবৃত্তিতে বলা হয়, বিগত বছরগুলোয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে দেশে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং তামাক কোম্পানির ব্যবসা অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থায় তামাকের বিকল্প হিসেবে ই-সিগারেট উৎপাদনের অনুমতি দিলে তা হবে একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, দেশে নতুন কোনো সিগারেট কোম্পানিকে অনুমোদন না দেয়া এবং সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে সরকারি সব সংস্থাকে ভেপিং/ই-সিগারেট অনুমোদন বা প্রসারে কোনোভাবেই সহযোগিতা বা সমর্থন করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের তামাক কর নীতি কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে ১৭তম সংখ্যায় 'তৃতীয় অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

তৃতীয় অধ্যায় মূলত 'তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শুরুতে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে অবশ্যই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর আওতায় প্রযোজ্য সকল বিধিনিষেধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা; আমদানিকৃত সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর অ্যাড ভ্যালোরেম আবগারি শুল্ক আরোপ করা। পাশাপাশি প্রতি ইউনিটের ওপর কাস্টমস শুল্ক ও সুনির্দিষ্ট আবগারি শুল্ক আরোপ করা; তামাকজাত দ্রব্য ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানিকারকদের নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা প্রদান নিশ্চিত করা। এর মধ্যে ক) পণ্য উৎপাদনের দেশ; খ) এইচএস কোড; গ) আমদানিকারকদের, ঠিকানা, ইমেইল, ফোন নম্বর, ভ্যাট ও ট্যাক্স নিবন্ধন নম্বর; ঙ) পণ্যের ব্রান্ডের নাম;

এ অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে, সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর একই পরিমাণ করা; তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা; তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার হয় এমন আমাদানিকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্যবহার এবং বাতিলকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদান নিশ্চিত করা; তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা; তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদক/প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানি করতে পারবে না; স্থানান্তর মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বিধান বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৩

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

নয় পাতার পর

অধ্যায়ে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে বলা হয়েছে, তামাকজাত পণ্য রপ্তানির জন্য যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে-ক) অপরিশোধিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত তামাক পাতা রপ্তানিতে নিরুৎসাহিত করতে অধিক শুল্ক আরোপসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা; খ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ বা সাংঘর্ষিক কিছু বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; গ) তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানিতে উৎসাহী করতে কোন ধরনের শুল্ক সুবিধা প্রদান না করা; ঘ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্যে সুস্পষ্টভাবে ''রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত'' সংক্রান্ত তথ্য মুদ্রণ নিশ্চিত করা; ঙ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্য দেশের বাজারে বিক্রি বন্ধ করা।

এছাড়া তামাক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নাক্ত পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও রেকর্ড সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে ক) কখন, কোথায় ও কীভাবে রপ্তানি করা হবে তার তথ্যসহ কী পরিমাণ তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানি হলো তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা এবং খ) অবৈধ বাণিজ্য এড়াতে যেদেশে পণ্য পাঠানো হচ্ছে তাদের সাথে রপ্তানির তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে নেওয়া।

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতায় ফিরে যান

প্রথম পাতার পর

২০২০-২১ অর্থবছর থেকে সিগারেটের মূল্য কারসাজি নিয়ে গবেষণা করছে। গবেষণায় দেখা যায় খুচরা বাজারে সকল সিগারেট মোড়কে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে হচ্ছে। এই গবেষণায় উঠে আসে, খুচরা বিক্রেতাদের সিগারেট কোম্পানি এবং তাদের বিক্রয় প্রতিনিধির কাছ থেকে মোড়কে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট কিনতে হচ্ছে। অর্থাৎ সিগারেটে খুচরা বিক্রেতাদের যে কমিশন পাওয়ার কথা, সিগারেট কোম্পানি তা খেয়ে নিচ্ছে। ফলে খুচরা বিক্রেতারা মোড়কে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে ভোক্তাদের কাছে সিগারেট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০ শলাকার ১ প্যাকেট বেনসন সিগারেট থেকে খুচরা বিক্রেতাদের ৪ টাকা লভ্যাংশ পাওয়ার কথা। কিন্তু তারা তা পাচ্ছে না। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভোক্তার কাছ থেকে বাড়তি দাম নিচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা। এতে মূল্যতঃ ঠকছে ভোক্তা ও সরকার এবং লাভবান হচ্ছে সিগারেট কোম্পানি।

আইন অনুসারে বাংলাদেশে সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর অ্যাডভেলোরেম পদ্ধতিতে কর পরিশোধ করতে হয়। কোম্পানি মোড়কে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর কর পরিশোধ করে। বাজারে যেহেতু সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি হয়, এই বর্ধিত মূল্যের ওপর সরকার কোন রাজস্ব পায় না। বর্ধিত মূল্যের পুরোটাই তামাক কোম্পানির মুনাফার খাতায় ওঠে। এভাবে সিগারেটের বাজারে অনেক বড় অংকের কর ফাঁকির ঘটনা ঘটে। বিইআর ও বিএনটিপির গবেষণা অনুসারে এই ফাঁকির পরমাণ প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। এই টাকার পুরোটাই সিগারেট ব্যাবসায়িদের অবৈধ মুনাফার খাতায় জমা হয়। প্রকৃত খুচরা বিক্রয় মূল্যটি মোড়কে মুদ্রিত থাকলে এই ৫ হাজার কোটি টাকা সরকারের রাজস্বের খাতায় জমা হতো।

এ অবস্থায় সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বাস্তবায়নের জন্য ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকোর (বিএটি) ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চিঠি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট। সিগারেটে কর ফাঁকির আরও একটি প্রচলিত অপকৌশল হলো পূর্ববর্তী বছরের মূল্য মুদ্রিত সিগারেট নতুন দামে বিক্রি করা। এই অপকৌশলের অংশ হিসেবে প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার আগেই (মে মাস থেকে) সিগারেট কোম্পানি এবং তাদের বিক্রয় প্রতিনিধিরা সিগারেটের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পাইকারি মূল্য বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ এই সময়ে তারা খুচরা বিক্রেতাদের কাছেই মোড়কে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়েও বেশি দামে সিগারেট সরবরাহ করে। খুচরা বিক্রেতারা ভোক্তার কাছে আরো বেশি দামে বিক্রি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তী অক্টোবর পর্যন্ত তারা এটা চালিয়ে যায়। যেমন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আরেকটি বাজেট ঘোষণার সময় চলে এলেও বাজারে নির্ধারিত দামে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে না।

সিগারেটের সব স্তরে যৌক্তিক লভ্যাংশ নির্ধারণ করা অতিবজরুরি। লভ্যাংশ বেশি দিলে এই কর ফাঁকি বন্ধ হবে। খুচরা বিক্রেতারা সিতারেট কোম্পানি এবয় তাদের বিক্রয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মোড়কে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে যৌক্তিক পরিমাণ কম মূল্যে সিগারেট কিনতে পারলে তারা মুদ্রিত মূল্যে বিক্রয় করেও লাভ পাবে। আবার মূল্য কারসাজির মাধমে অবৈধ মুনাফা অর্জন করতে পারে বলেই কোম্পানি সিগারেটের দাম বাড়ানোর বিরোধিতা করে। আবার অবৈধ মুনাফা তামাক কোম্পানিকে ব্যবসা প্রসারে মরিয়া করে তোলে। এটি বন্ধ হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না যা তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিচাক। তাই আমারা প্রত্যাশা করি জরুরি ভিত্তিতে যৌক্তিক লভ্যাংশ দিতে তামাক কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করতে হবে। একইসঙ্গে আইন অমান্যকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করা হবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান